গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা -১২১১।
www.prison.gov.bd

সিনিয়র জেল সুপার ও জেল সুপার কনফারেন্স ২০১৯ এর কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা, এসপিপি, এনডিসি, এমফিল,এমপিএইচ কারা মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা
তারিখ	:	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯
স্থান		কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্স, গাজীপুর
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'
সঞ্চালক	:	মো: আবরার হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন কাশিমপুর কারা জামে মসজিদের পেশ ইমাম জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন।

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, "আজকের ৫৬তম কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনেক ভালো হয়েছে। দীর্ঘদিন পর মাননীয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে আমরা একটা মনোমুগ্ধকর প্যারেড উপভোগ করেছি। এ প্যারেডের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজকে প্রচন্ড গরমে প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অনেক কারারক্ষী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যারা অসুস্থ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট জেল সুপারদের তিনি অনুরোধ করেন। কারা বিভাগে ইতোমধ্যে অনেক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। তন্মধ্যে বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু নির্ধারণ, নববর্ষ ভাতা, ধর্মীয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, কারাবন্দি সুইপারদের বেতন বৃদ্ধি, বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% পারিশ্রমিক প্রদান ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য। বন্দিদের বালিশ সামান্য মাত্রায় ছিল যা এখন পূর্ণতা পাচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে কারারক্ষীদের আবাসন সমস্যার সমাধান করার পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। অনেক কারাগারে আবাসন সংকটের কারণে কারারক্ষীরা মানবেতর জীবন যাপন করছে মর্মে তথ্য পাওয়া যায়। পোষ্য কোটা সংরক্ষণের জন্য সচিব মহোদয় মৌখিকভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। যা নিয়ে এখন আমাদের কাজ করতে হবে।

৮টি বিভাগকে ৪টি ZONE এ ভাগ করে বাংলাদেশ জেল এর আপগ্রেডেশন করার পরিকল্পনা রয়েছে। কারাগারকে আমরা সংশোধনাগার হিসাবে দেখতে চাই। আপনারা জানেন পাহাড়ে উঠা খুবই কঠিন কিন্তু সেখান থেকে নিপতিত হওয়া ক্ষণিকের ব্যাপার মাত্র। কেউ দেখে শিখে আবার কেউ পড়ে শিখে। আমি আশা করবো আপনারা বাংলাদেশ জেল এর উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন। আমাদের চেইন অব কমান্ডে কিছুটা সমস্যা আছে। ইউনিফর্মধারী চাকরির ক্ষেত্রে চেইন অব কমান্ড অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমরা যদি আয়নায় নিজের চেহারা দেখতাম তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজভাবে হয়ে যেত। ইদানিং কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে ব্লেম গেইম হচ্ছে। এ খেলা সহজ কিন্তু কেউ জয়লাভ করতে পারেনা। কারাগারে দুর্ঘটনা ঘটছে আর আমরা ঘুমাচ্ছি, এটা হতে পারেনা। Sense of Responsibility প্রদর্শন করতে হবে। আপনার অধীনস্থ কর্মচারীর দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে। কোনো অপরাধ সংগঠিত হলেই আপনারা বদলির সুপারিশ করেন, মনে রাখবেন বদলিই একমাত্র সমস্যার সমাধান নয়। জুনিয়রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না। এতে আপনার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। আজকে যারা নবীন কারারক্ষী তাদের কাজে লাগান। খারাপের মধ্যেও ভাল আছে, তাদেরকে খুঁজে বের করুন। আপনারা সবাই জানেন

চলমান পাতা-২

আমরা একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছি। আমার অনুরোধ আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন এবং চেইন অব কমান্ড মেনে চলুন। আপনারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। মনে রাখবেন ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। একটি প্রবাদ আছে তা হলো ''শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে'' প্রত্যেকের কষ্ট বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমাধান করতে হবে। আপনাদের অনেক অর্জনও রয়েছে। আমরা প্রায় ৮৮০০০ (আটাশি হাজার) বন্দিকে ডেঙ্গুর আক্রমন হতে রক্ষা করতে পেরেছি। এটা আমাদের বড় সফলতা। এখন পর্যন্ত কোনো কারাবন্দি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়নি। এটা আমাদের একটি ভাল অর্জন। আপনারা বিভিন্ন জেল হতে প্রচন্ড গরম সহ্য করে এখানে এসেছেন। এখন থেকে নিজ নিজ কারাগারে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা করুন। আমি আপনাদের মাঝে এসেছি প্রায় ৯ মাস হয়ে গেছে। অনেক কিছু এর মধ্যে দেখেছি। আমরা যে কল্যাণমূলক কাজ বন্দিদের জন্য করেছি সেগুলো কারারক্ষীদের জন্যও করবো। এজন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। আপনাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। এ পাসিং আউট অনুষ্ঠানে কখনো জেলার কখনো জেল সুপার উপস্থিত থাকেন। মনে রাখবেন নদীর যদি গতিপথ না থাকে তাহলে নদী শুকিয়ে যায়। বেনামীপত্র লেখা বন্ধ করতে হবে। অত:পর জেল সুপার গাজীপুর, জেল সুপার নারায়নগঞ্জসহ কারা উপ মহাপরিদর্শক, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগ যে সকল প্রস্তাব করেন তা নিম্নরুপ:

১। জনাব নেছার আলম, জেল সুপার, গাজীপুর: তিনি বলেন "এর আগের সভায়ও আমি বলেছিলাম আমরা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু আসলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি নাই। অনেক সময় কারারক্ষীরাই বেনামী লিখে থাকে, ইদানিং যে সকল বেনামী লিখা হচ্ছে। তা সহ্য করার মতো নয়। আমাদের মধ্যে মনে হয় কোন ঐক্য নেই। আমাদের মধ্যে যারা সিনিয়র আছেন তারা লক্ষ্য করবেন আমাদের ডিপার্টমেন্টকে কেউ যাতে হেয় প্রতিপন্ন না করতে পারে। অনেকে আমাদের নিয়ে কটুক্তি করে থাকেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাল পজিশনে যাওয়ার জন্য অন্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের বেনামী লেখার কাজ করে থাকেন। মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব বরাবরে ১জন জেল সুপার ৫০০ কোটি টাকার মালিক এরূপ বেনামী পত্র দিয়ে থাকেন। আমরা এটা চাইনা। আপনাকে শক্ত হাতে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি কারণ আপনি এ বিভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আপনাকে ফেলতে চাইনা। আমরা যে কাজ করি তা চিহ্নিত করার ক্ষমতা আপনার আছে। আমাদের অনেকেরই চাকরি শেষ প্রান্তে। আমাদের সিনিয়র সকল স্টাফদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবো। আমাদের যাতে আপগ্রেডেশন হয় এবং বন্দিদেরও জীবন মানের উন্নয়ন হয় সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করছি"।

২। জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপ মহাপরিদর্শক, বরিশাল বিভাগ: উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, "আমরা কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের মুখ থেকে আমাদের অনেক দুর্বলতার কথা শুনেছি যা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়। এই কারা বিভাগকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথের কাটা আমরা নিজেরাই। আপনি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলছেন। ১জন জেল সুপারও তাই বলেছেন। কিন্ত যখন আমরা ঘরে ফিরে যাই তখন আর ঐক্যের কথা মনে থাকে না। আমরা কর্মকর্তারা ভন্ডামি হতে বের হতে পারিনা। আপনি যেমন বলেছেন আয়নায় চেহারা দেখার জন্য, কিন্তু আমরা দেখি না। অনেক বেনামিরা এ কথা মনে রাখেন না। আপনার হাতে বন্দিদের অনেক সুযোগ সুবিধা এসেছে। আমরা সরকারের টাকা অপচয় করে অনেক দেশে ভ্রমনকরি। অনেকে ই-মেইলে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিল করেন। এটা মহামারী রোগ। এটা বন্ধ করতে হবে। আপনি আজ আমাদের এই আদেশ সকলে আপনার কথা শুনবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের চরিত্রে ভন্ডামির মতো দোষগুলি পরিবর্তন করতে হবে। এটা একটা ভাইরাস রোগের মতো। আপনারা ই-মেইলে ভালো কিছু করে দেখান। আমি বারবার কারারক্ষীদের সুযোগ সুবিধার কথা নিয়ে বলছি। আমরা কারারক্ষীদের মেস ভিজিট করিনা। তাদের খাদ্যের মেন্যু দেখিনা। আপনি অনেক কারাগার ভিজিট করেছেন এবং দেখেছেন। আপনি যদি ব্যারাকে ১টি পানির ফিল্টার

চলমান পাতা-৩

কিনে দেন তাহলে কারারক্ষীরা বিশুদ্ধ পানি খেতে পারবে। আমরা দুস্কর্ম করে আমাদের আপগ্রেডেশন টেনে ধরছি এবং তা চেইন অব কমান্ড এর জন্য ক্ষতিকর। শুধু তলোয়ার দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায় না, ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে হয়। আমাদের প্রটোকল মেনে চলার জ্ঞান থাকা উচিৎ। জেল সুপার গাজীপুর যে কথাটা বলেছেন, একজন জেল সুপার যদি ৫০০ কোটি টাকার মালিক হন তাহলে ১জন সিনিয়র জেল সুপার ও কারা উপ মহাপরিদর্শক কত কোটি টাকার মালিক? আমি মনে করি এটা একটা অবান্তর অভিযোগ।

বেনামি পত্র লিখে আজকে আমরা আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় ছোট করছি। অপরদিকে সমালোচনা করি আপনি কেন আপগ্রেডেশন করতে পারছেন না। আপনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। কারারক্ষী হতে সিনিয়র অফিসার পর্যন্ত এই দুর্নীতি চিরতরে বন্ধ হউক" এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

৩। জনাব সুভাষ কুমার ঘোষ, জেল সুপার, নারায়নগঞ্জ: "ইতোপূর্বে ০২ জন অফিসার যে বিষয় নিয়ে বলেছেন তা সত্যিই লজ্জার বিষয়। সব জায়গায় খারাপ লোক থাকে কিন্তু তার পরিমাণ বেশি না। বন্দি নিয়ে কাজ করি তাই অনেক সময় আমরাও অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে টিম আছে, তারা ভিজিট করে দুর্নীতি চিহ্নিত করতে পারে। বেনামি পত্র Address করা ঠিক না। আমাদের এই অবস্থার উত্তরণ করা দরকার। কারো মুখে আজ হাসি নেই এবং তা বিলিন হয়ে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে কারা বিভাগের জন্য বড় দুর্ঘটনা বা খারাপ কিছু আসতে পারে"।

৪। জনাব মোহাম্মদ আলতাব হোসেন, কারা উপ মহাপরিদর্শক, রাজশাহী : অন্য সংস্থা বা কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বেনামী কখনোই আমলে নেয়া ঠিক না। প্রথমে কে বেনামি লিখেছে তা চিহ্নিত করতে হবে। ক্যান্টিন পরিচালনা নীতিমালা পরিবর্তন করা যায় কি না এসব বিষয়ে চিন্তা করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

৫। কারা মহাপরিদর্শক এর সমাপনী বক্তব্য : "চেষ্টা করবো বেনামির বিষয়ে যাহাতে কার্যক্রম গ্রহণ না করা হয়। ধরুন কারো পদোন্নতি সামনে তখন অভিযোগ দায়ের এ বিষয়ে ধরা যায় পরবর্তী সিরিয়ালে যে আছে এ কাজ তারই, আজকের দিনে এমন ভাবার সুযোগ নেই। দিনের শেষে সন্দেহের তীর কার দিকে ধাবিত হবে এটাই ঠিক। আপনি যদি আরেকজনের নামে দুর্নাম করেন ভাবতে হবে আপনার বিরুদ্ধেও কেহ এরূপ দুর্নাম করছে। আমাদের জন্য বেনামি পত্র মহামারী আকার ধারণ করছে। আমরা বেনামি পত্র হতে রক্ষা পেতে চাই। আমি বলবো না আগামীকালই শতভাগ সম্ভব। কিন্তু ধীরে ধীরে এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, আমরা যদি ধ্বংস হতে না চাই । যদি কারা বিভাগের মঙ্গল চাই তাহলে এ কাজ হতে বেরিয়ে আসতে হবে। ঈমান নিয়ে কাজ করতে হবে, তাহলে বেরিয়ে আসতে পারবো। আর যদি তা না করি তাহলে অনেক ক্ষমতাবানও কিন্তু ধ্বংস হয়েছে। আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এখনো ভাল হবার সময় আছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশে যাচ্ছি আমাদের কারাগারকে উন্নয়নের কাতারে নিতে হবে। আমরা বসে থাকবোনা। আমরা আজ অন্য ডিপার্টমেন্ট এর উন্নয়নের কথা বলি কিন্তু তাদের মধ্যে কাদা ছোড়াছড়ি নাই। মাথা নিচু করে কতদিন চলবেন। আপনার মাথা নিচু মানে আমার মাথাও নিচু । ক্যান্টিন পরিচালনায় যে অসঙ্গতি রয়েছে তা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ জেলের ৭ জন খেলোয়াড় এথলেটিকস ক পদক পেয়েছে। এটা বাংলাদেশ জেলের মর্যাদাকে উন্নীত করেছে। ইতোমধ্যে মালেশিয়ায় ৫ জন খেলোয়াড় থ্রো বল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। এটা আমাদের অর্জন।

চালমান পাতা-৪

আমি ব্যক্তিগতভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যদি আপনারা সহযোগিতা করেন তাহলে বাংলাদেশ জেলকে এগিয়ে নিতে পারবো।পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি"। এই বলে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
ফোনঃ ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)
ig@prison.gov.bd

পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২২.১২.০০১.২০১৯-৬৩৭ (৯৬)

তারিখ: ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ / ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

অনুলিপি অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। কারা উপ-মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।
২। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।
৩। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। পরিচালক ইনচার্জ, কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১/২ পরিসংখ্যানবিদ/স্টাফ অফিসার/বাজেট অফিসার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রিজন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট/আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। শাখা প্রধান, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক/কারা উপ মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক/কারা উপ মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৯। গার্ড ফাইল।

মোঃ আবরার হোসেন
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
ফোনঃ ৫৭৩০০২২২ (দপ্তর)
addl.ig@prison.gov.bd